মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি:

সামিট এলএনজি টার্মিনালে মিতসুবিশি কর্পোরেশনের ২৫ শতাংশ মালিকানায় বিনিয়োগ

(ঢাকা) ১৭ ই আগস্ট ২০১৮, শুক্রবার: মিতসুবিশি কর্পোরেশন, জাপানের বিখ্যাত কোম্পানী, সামিট এলএনজি টার্মিনালের ২৫ শতাংশ মালিকানায় বিনিয়োগে সম্মত হয়েছে এবং তারই প্রেক্ষিতে এফএসআরইউ টার্মিনাল বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানীর বাকি ৭৫ শতাংশর মালিকানা সামিট কর্পোরেশনেরই থাকবে।

এই প্রকল্পের অধীনে সামিট এলএনজি কক্সবাজার জেলার মহেশখালি দ্বীপের উপকূল থেকে ৬ কিমি দূরে সমুদ্রে একটি এফএসআরইউ স্থাপন করবে যা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার সরবরাহকৃত এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন করবে। টার্মিনালটির নির্মাণকাজ ২০১৭ সালের শেষার্ধে শুরু হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে ২০১৯ সালের মার্চে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে। টার্মিনালের পরিকল্পিত এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন লক্ষ্যমাত্রা প্রতি বছরে ৩.৫ মিলিয়ন টন (এমপিটিএ) ।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী এবং ৬ শতাংশের বেশী বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে বিদ্যুতের চাহিদাও দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আনুমানিক ৬০ শতাংশ জ্বালানি গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের নিজস্ব গ্যাস মজুদ কমে আসছে। এই বাস্তবতায় জাতীয় জ্বালানি নীতিমালায় এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
বাংলাদেশ ২০১৮ সালের মধ্যেই এলএনজি আমদানি শুরু করতে যাচ্ছে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ আমদানির লক্ষ্যমাত্রা হবে প্রতি বছরে ১৭ মিলিয়ন টন (এমপিটিএ) ।

এলএনজি টার্মিনাল যা এফএসআরইউ ব্যবহার করে, সেগুলো প্রচলিত অনশোর টার্মিনাল থেকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে এবং দ্রুত সময়ে স্থাপন করা যায়। এই কারনে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো এলএনজি গ্রহণ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকর উপায় হিসেবে এলএনজি টার্মিনাল (যা এফএসআরইউ ব্যবহার করে) বেছে নিয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই ধরণের টার্মিনালের চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

এই প্রকল্পের পাশাপাশি সামিট এবং মিতসুবিশি বাংলাদেশের এলএনজির ভ্যালু চেইনের এলএনজি সরবরাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে একত্রে কাজ করবে।

ছবি ক্যাপশন: ১৩ই মার্চ ২০১৮ সালে মিতসুবিশি এবং সামিট যৌথভাবে ইন্ট্রইগ্রেটেড এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমঝোতা চুক্তি সই করে। এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন ১,৫০০ মিলয়ন ঘনফুট রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতার অনশোর এলএনজি রিসিভিং টার্মিনাল, এলএনজি সরবরাহ এবং ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমাতার গ্যাস-টু-পাওয়ার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বাস্তবায়ন।

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ:

সার্ভিস রুপরেখা: এলএনজি রিসিভিং টার্মিনাল স্থাপন, পরিচালনা এলনজি আমদানি এবং রিগ্যাসিফিকেশন
অবস্থান: বাংলাদেশের মহেশখালি দ্বীপের উপকূলে
অপারেশন শুরু লক্ষ্যমাত্রা: ২০১৯ সালের মার্চ নাগাদ
ক্যাপাসিটি: বেস ৫০০ এমএমএসসিএফডি (৩.৫ এমটিপিএ সমতূল্য)

(প্রকল্পের অবস্থান)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:
মোহসেনা হাসান। ইমেইল: mohsena.hassan@summit-centre.com। মোবাইল: ০১৭১৩০৮১৯০৫।
https://summitpowerinternational.com/press-release